রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে বিধিবদ্ধ আইনের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা

১. বিশ্ববিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন প্রক্টর যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে হল সমূহের বাইরে অবস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুম ও ক্যান্টিন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে প্রক্টরদের দায়িত্ব। এছাড়াও সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সব সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং ও হলের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও আচরণ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে দেখাশুনার দায়িত্ব প্রক্টরদের থাকবে। (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, Voll-2, প্রক্টোরিয়াল পদ্ধতি ও বিভিন্ন শৃঙ্খলা, নবম অধ্যায়, ধারা, A, 2(i), (ii), পৃ. ১৯৮)।

২. হলের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বা অন্যত্র ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে প্রক্টর জরিমানা আরোপ করতে পারবে। যদি তিনি মনে করেন অপরাধের মাত্রা মারাত্মক ধরনের যেখানে জরিমানা অপর্যাপ্ত তখন তিনি যা যুক্তিযুক্ত মনে করবেন সেভাবে শাস্তি দিয়ে উপাচার্য মহোদয়কে রিপোর্ট করবেন। প্রক্টর কর্তৃক আরোপিত জরিমানা চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট হল প্রাধ্যক্ষকে সেভাবে রিপোর্ট করবেন। (নবম অধ্যায়, ধারা A. 6(ii), পৃ. ১৯৯)। এছাড়া একজন সহকারী প্রক্টর জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা রাখেন যা প্রক্টর ও সংশ্লিষ্ট হল প্রাধ্যক্ষকে রিপোর্ট করবেন।

৩. কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, হল সংসদ এবং বিভাগীয় সমিতি ব্যতীত কোন ক্লাব বা সমিতি বা ছাত্র সংগঠন গঠন করতে পারবে না। এছাড়া প্রক্টর মহোদয়ের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কোন মিটিং, পার্টি বা আপ্যায়ন অথবা বাদ্য যন্ত্রাদি বাজানো যাবে না। (নবম অধ্যায়, ধারা 5(iv), পৃ. ১৯১-২০০)।

৪. যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছাকৃত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, পরিবর্তন বা ধ্বংস সাধন করে অথবা বাগানের অথবা চলাচলের কোন নিয়ম-কানুন মেনে না চলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাইকেল ও যানবাহন সঠিকভাবে পার্কিং না করে তবে প্রক্টর যা যথাপোযুক্ত তার বিরুদ্ধে সে ব্যবস্থা নিবেন। (নবম অধ্যায়, ধারা 6(v), পৃ. ২০০)।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষক এবং অফিসারের প্রক্টোরিয়াল ক্ষমতা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যা যথাপোযুক্ত সে ব্যবস্থা নিতে পারবেন যা প্রক্টর মহোদয়কে রিপোর্ট করবেন। (নবম অধ্যায়, ধারা 6(vi), পৃ. ২০০)।

৬. হলের প্রাধ্যক্ষ হলের যে কোন শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য প্রথমবারের মতো সেই ছাত্রকে জরিমানা করার ক্ষমতা রাখেন। যদি তিনি মনে করেন জরিমানা পর্যাপ্ত নয় তখন উপাচার্যের নিকট রিপোর্ট করবেন। উপাচার্য সেই ছাত্রকে বহি:স্কার বা যা যুক্তিযুক্ত মনে করেন সে ব্যবস্থা নিবেন। এছাড়া, যদি তিনি মনে করেন,

বহি:স্কার করার জন্য Discipline Board নিকট প্রেরণ করতে পারেন। যদি আবাসিক ছাত্রের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দোষী হিসেবে মনে হয় বা তার আচরণ সন্তোষজনক না হয়, তখন প্রাধ্যক্ষ তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় উক্ত ছাত্রকে হল হতে বিতাড়ন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে উক্ত ছাত্রকে সেই মাসের সিট ভাড়া দিতে হবে। প্রাধ্যক্ষ এরূপ Case উপাচার্যকে রিপোর্ট করবে। এছাড়া একজন আবাসিক শিক্ষক জরিমানা করার ক্ষমতা রাখেন যা প্রাধ্যক্ষকে রিপোর্ট দিবেন। (৯ অধ্যায় B. ৭(a) ধারা পৃ. ২০১)।

৭. সকল শিক্ষক যেকোন ছাত্রকে তার শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন এবং এই কার্যক্রম চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তার ক্লাসের যেকোন ছাত্রকে ৫০ টাকা জরিমানা ও তার ক্লাসের উপস্থিতি, টিউটোরিয়াল বা প্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং সাধারণ ক্লাসের জন্য ৩ দিন অনুপস্থিতি দিতে পারেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বিভাগীয় সভাপতির মাধ্যমে প্রাধ্যক্ষ মহোদয়কে রিপোর্ট করবেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সেই ছাত্র বা ছাত্রদের এর ধারাবাহিকতায় কোন বড় ধরনের অসদাচরণমূলক আচরণ করলে উপাচার্য মহোদয়কে শৃঙ্খলা প্রতিকারের সুপারিশ করতে পারবেন। (৯ অধ্যায় ধারা B. ১০. পৃ. ২০৩, Voll: 2)

৮. আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট হলের যে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে হল থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চূড়ান্ত ভাবে বহিষ্কার করতে হলে প্রাধ্যক্ষ তথ্যসহ প্রক্টরের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করলে, প্রক্টর অভিযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে কারণ দর্শাও নোটিশ করে এক মাসের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ও বাসস্থান কমিটির সভা আহবান করবেন এবং কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব ও আনীত অভিযোগ বিবেচনা করে কমিটির সুপারিশসহ উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্তের জন্য সিন্ডিকেট সভায় পেশ করবেন। (৯ অধ্যায় ধারা B. ৯, পৃ. ২০২)।

৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত ছাত্রদের দুভাবে বিবেচনা করা যায়। ১. আবাসিক ২. অনাবাসিক, যারা অনাবাসিক তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বলা হয় “Day Scholar”। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে যা বলা হয়েছে তা হল- যে ছাত্রটি যে হলের সঙ্গে যুক্ত সে হলে আবাসিক হয়ে সেই বরাদ্দকৃত রুমে থাকবে। যে কোন আবাসিক ছাত্র নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত রাত ৯.০০টা ও বছরের অন্যান্য সময়ে রাত ১০.০টা হতে ভোর ৫.০০ পর্যন্ত তার রুমে অবস্থান করবে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম আবাসিক শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে হতে পারে অন্যথায় নয়। (ধারা E, ১, পৃ. ২১০)।

১০. আবাসিক ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথমদিনে অবশ্যই হলে উপস্থিত হবে এবং প্রাধ্যক্ষ মহোদয়ের মঞ্জুরীকৃত ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। ছুটির জন্য প্রতিটি দরখাস্ত নূনতম একদিন পূর্বে আবাসিক শিক্ষককে দিতে হবে। এরূপ ছুটি Extension করতে হলে ছুটি শেষ হওয়ার একদিন পূর্বে জানানো সহ চিকিৎসা সংক্রান্ত হলে ডাক্তারী সনদ এবং অভিভাবকের সম্মতিপত্র প্রয়োজন হবে। (ধারা E, ৫, পৃ. ২১০)।

১১. ছাত্রের অভিভাবক বা ঘনিষ্ট আত্মীয়কে আবাসিক শিক্ষক সর্বোচ্চ তিন দিনের জন্য হলে অতিথি হয়ে থাকার অনুমতি দিতে পারে। যা প্রাধ্যক্ষকে তিনি রিপোর্ট করবেন এবং এরূপ বিষয় প্রাধ্যক্ষ উপাচার্য

মহোদয়কে রিপোর্ট করে জানাবেন। উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ হলে অতিথি হয়ে থাকতে পারবে না উপাচার্য মহোদয়ের পূর্বানুমতি ব্যতীত। উপাচার্য এরূপ অনুমতি দিতে পারেন যদি তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কোন কাজে আসেন। (নবম অধ্যায় E,7 ধারা, পৃ. ২১০)। খাবার ছাত্রদের রুমে একমাত্র অসুস্থতার কারনে এবং আবাসিক শিক্ষকের অনুমতিক্রমে সরবরাহ করা যাবে। (ধারা E, ১১. পৃ. ২১১)।

১২. রাতের খাবারের পর পর ছাত্রদের রোল কল করতে হবে এবং প্রাধ্যক্ষ মহোদয়ের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে যে কোন সময়ে ও করা যাবে। রোল কলের সময় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ কক্ষে অবশ্যই থাকবে। আবাসিক শিক্ষক অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইতে পারেন কেন রুমে ছিল না এবং তিনি উক্ত ব্যাখ্যা সন্তুষ্ট না হলে প্রাধ্যক্ষ মহোদয়কে নিজ সুপারিশ ও দন্ডদিয়ে রিপোর্ট করবেন। (ধারা E, ১১. পৃ. ২১১)।

১৩. নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাত ৯.৩০ টায় এবং অন্যান্য মাসে রাত ১০.৩০ হলে গেট বন্ধ করতে হবে এবং সকাল ৫.০০ পূর্বে খোলা যাবে না। (ব্যতিক্রম আবাসিক শিক্ষকের অনুমতি) (ধারা E, ১২. পৃ. ২১১)। করিডোর বা হলের বারান্দায় ছাত্ররা ধূমপান করতে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বারান্দা দিয়ে সাইকেল চালানোয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। (ধারা E, পৃ. ১৫)। হলের নোটিশ বোর্ডে প্রাধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি ব্যতীত কোন নোর্টিশ লাগানো যাবে না। কোন ক্লাব বা সমিতি গঠন করা যাবে না এবং অনুমতি ছাড়া কোন মিটিং হলের অভ্যন্তরে করা যাবে না। (ধারা E. ২২. পৃ. ২১৩)। কোন ছাত্র হল অভ্যন্তরে কোন পার্টি বা আপ্যায়ন ব্যবস্থা প্রাধ্যক্ষ অনুমিত ছাড়া করতে পারবে না এবং আবাসিক শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারবে না। (ধারা E, ২৩. পৃ. ২১৩)।

১৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত করার জন্য কোন ছাত্র-ছাত্রী ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল/ধর্মঘট করার চেষ্টা করবে না। কোন ছাত্র অন্য কাউকে ক্লাসে, ল্যাবে বা লাইব্রেরীতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে ভয়ভীতি দেখাতে পারবে না। (ধারা E. ২৪. পৃ. ২১৩)। ছাত্রছাত্রীদের কোন মিটিং করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন বিভাগ সমূহ বা ছাত্র ইউনিয়ন যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত যা সঠিক উপায়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সংগঠিত হয়ে প্রদর্শণ করতে পারবে না। এই আইনভঙ্গকরী ছাত্রকে জরিমানা T.C বা ছাত্রত্ব বাতিল করা যাবে যাবে এবং উপাচার্য যা সঠিক মনে করবে সে শাস্তি দিতে পারবেন। (ধারা E, ২৫. পৃ. ২১৪)।

১৫. প্রত্যেক Day Scholar বা অনাবাসিক ছাত্র তার বাসস্থান/মেস/পরিবর্তনের জন্য পূর্বে প্রাধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি নিবেন। (ধারা C. 4. পৃ. ২০৭)। কোন আবাসিক বা অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী প্রাধ্যক্ষ পূর্বানুমতি ব্যতীত (During term time) রাজশাহী ত্যাগ করতে পারবে না। প্রাধ্যক্ষ অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানীয় অভিভাবকদের নাম, ঠিকানা ভর্তির ৩০ দিনের মধ্যে প্রক্টরকে জানাবেন। ভর্তি ও ঠিকানা পরিবর্তন করলে ১০ দিনের মধ্যে প্রক্টরকে অবহিত করবে। (নবম অধ্যায়, ধারা C. ৫, ৬. পৃ. ২০৭)।

ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্যঃ

১৬. আবাসিক ছাত্রীরা সান্ধ্য আইন মেনে চলবে যা, শীতকালীন নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাত ৬.৩০ মিনিট হতে সকাল ৬.০০টা পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালীন মার্চ থেকে অক্টোবর রাত ৭.৩০ হতে সকাল ৬.০০টা পর্যন্ত নিজ নিজ হল অভ্যন্তরে অবস্থান করবে। প্রভোষ্ট মহোদয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বাইরে অবস্থান করতে পারবে না। (নবম অধ্যায়, ধারা F.2. পৃ. ২১৬)। আইনগত অভিভাবকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন আবাসিক ছাত্রী রাত্রে হলের বাইর অবস্থান করতে পারবে না। (ধারা ৭, পৃ. ২১৭)।

১৭. Students committing serious offences, such as absence without leave from the Hall, holding any meeting in the Hall without the approval of the provost and introduction of any person without the permission of the provost into the Hall will be subject to disciplinary action which may involve Expulsion from the Hall. (নবম অধ্যায়, ধারা F. ১৬. পৃ. ২১৮-২১৯)।